দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখঃ ২৪-০৮-২০২৪ (পৃঃ ০৬)

সাঘাটায় বর্ষালি আউশ ধান চাষ বেড়েছে

লাভবান হচ্ছেন কৃষক

সাঘাটা (গাইবান্ধা) সংবাদদাতা

বর্ষালি আউশ ধানে ভরে উঠেছে সাঘাটা উপজেলার মাঠ, কোনো কোনো খেতের জমির ধানে পাক ধরেছে। কোথাও আবার আগাম জাতের ধান কেটে ঘরে তুলছেন কৃষক। বোরো ও রোপা আমনের মাঝামাঝি সময়ে রোপা আউশ ধানের আবাদে ভরে উঠেছে মাঠ। প্রধান দুই ফসলের মধ্যে অলস সময়ে রোপা আউশ ধান বেশ লাভজনক হওয়ায় বেড়েছে চাষাবাদ। এ ধানের চাষাবাদে আগ্রহ বেড়ে যাওয়ায় উঁচু জমিতে বছরে এভাবে তিন বার ধানের আবাদ হচ্ছে উপজেলার প্রত্যন্ত এলাকায়। এতে লাভবান হচ্ছেন কৃষক।

উপজেলার উল্যাসোনাতলা গ্রামের কৃষক ফজলুল করিম ৩৩ শতাংশ জমিতে এবার রোপা আউশ ধান লাগিয়েছেন। আবাদ ভালো হওয়ায় ভালো ফলনের আশা তার। বিগত দিনে ভালো ফলন পাওয়ায় এবারও আউশ ধান চাষাবাদ আগ্রহী হয়েছেন বলে জানালেন একই গ্রামের কৃষক সুজন মিয়া। উপজেলার বসন্তেরপাড়া গ্রামের কৃষক আব্দুল মান্নান দুই বিঘা, একই গ্রামের কৃষক আসাদুল ইসলাম দেড় বিঘা, কামালেরপাড়া গ্রামের কৃষক ইসমাইল হোসেন এক বিঘা, গড়গড়িয়া গ্রামের কৃষক হারেস আলী দুই বিঘাসহ বিভিন্ন এলাকার কৃষক জমিতে রোপা আউজ ধান লাগিয়েছেন। আবার কিছু এলাকায় ধান কেটে মাড়াই করছেন কৃষকরা। এ বছর বৃষ্টি ভালো হওয়ায় ও আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় আউশ ধানের ফলন আগের চেয়ে ভালো হবে বলে জানালেন জুমারবাড়ী ইউনিয়নের কামারপাড়া গ্রামের কৃষক ছামছুল আলম।

সরেজমিন দেখা গেছে, উপজেলার বোনারপাড়া, কচুয়া, মুক্তিনগর, পদুমশহর, বাটি, দুর্গাপুর, জুমারবাড়ী, বাজিদনগর, কামালেরপাড়া, বসন্তেরপাড়া, বারোকোনা, বগারভিটা, টেপা পদুমশহর, মজিদের ভিটা, দলদলিয়াসহ বিভিন্ন এলাকায় বর্ষালি আউশ ধানের চাষ হয়েছে। আর প্রায় ১০ দিনের মধ্যেই এ ধান কাটা মাড়াই শেষ হবে বলে জানান কৃষকরা।

উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, এবার ১ হাজার ২০ হেক্টর জমিতে ব্রি-ধান ৪৮, ৯৮ ও বিনাধান-২১ জাতের পরাপা আউশ ধান চাষের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। আবাদ হয়েছে ১ হাজার ৪৯২ হেক্টর জমিতে। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ সাদেকুজ্জামান জানান, এবার আবহাওয়া ভালো থাকায় ও কৃষকদের সময়মতো সঠিক পরামর্শ দেওয়ায় আউশের আবাদ বেড়েছে। ফলনও ভালো হওয়ার আশা করা হচ্ছে।